দাসত্বশৃঙ্খল।



কল্পনে ! নয়নে একি করি দরশন ?
কোথায় আনিলে মোরে কারাগার মাঝে ?
কেন গো বন্দিনী আজি ভারত জননী ?
শোকে শীর্ণা (যথা সীতা অশোক কাননে।)

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
বিরচিত।



"*Whoever thinks a faultless piece to see,*
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be."

Pope.

কলিকাতা

হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত।

কৃষ্ণদাস পালের লেন নং ১।

১২৮৩।

মূল্য ।।০ আট আনা।

মানসিক ভাব।

দেখিলাম একদিন প্রতিবেশী করে,
রহিয়াছে মনোহর এক "হীরামণ"।
"বুলি" বলি নানাবিধ মধু প্রাণ স্বরে,
দৃঢ়শৃঙ্খলেতে বদ্ধ যুগল চরণ॥

উড়ে যেতে চায় পাখী না পারে উড়িতে,
বিপাকে পড়িয়া পড়ে "রাধাকৃষ্ণ" নাম।
"দাঁড়" হতে আঁখি মুদি লাগিল ঝুলিতে,
প্রতিবেশী বলে "পড় বাবা আত্মারাম"॥

সেভাব দেখিয়া আশা হইল আমার,
ধরিয়া নূতন পাখী পুষিব যতনে।
স্বহস্তে গঠিয়া আমি শৃঙ্খল তাহার,
পরাইয়া দিব তার যুগল চরণে॥

প্রতিবেশী গৃহে যেতে কিছুক্ষণ পরে,
বসিলাম নির্জ্জনেতে কল্পনার সনে।
ণ বিবেচনা করিয়া অন্তরে,
গঠিব শৃঙ্খল অগ্রে ভাবিলাম মনে॥

স্বভাব-“হাপোরে” দিয়া যন্ত্রণা-অঙ্গার,
লইয়া “দাসত্ব-লৌহ” দগ্ধ করিলাম।
পরিশ্রম “হাতুড়িতে” করিয়া প্রহার,
দাসত্ব-শৃঙ্খল এই যত্নে গঠিলাম ॥

ভারতবাসীর মন-শুকপাখী-পায়,
আবদ্ধ হইয়া দিলে দারুণ যন্ত্রণা।
ভাঙ্গিতে শৃঙ্খল যবে করিবে উপায়,
সফল গঠন মম হবে বিবেচনা ॥

গ্রন্থকার।

উপহার।

অভিন্নহৃদয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ

অকপট-চরিতেষু।

কিশোর বয়সে, কমনীয় বেশ,
কোমল বদনে রসের সার।—
আধো আধো বুলি, শুনিতে সে বেস,
সখার বচন সুখের হার॥
বালক স্বভাব, খেলায় মগন,
হামা গুড়ি দিয়া ছুটিয়া চলি।
হাসি কচি কচি, বিকাশি দশন,
হরষে ফুটিত মানস কলি॥
এখন নাহি সে, সুখের সময়,
বিষম যৌবন কঠিন মন।
পাষাণ মাঝারে, রয়েছে প্রণয়,
হৃদয়-খনির উজল ধন॥

স্নেহের মণির, জ্যোতির প্রভাবে,
মানস আগার করেছে আলো।
থাকি একসনে, সদা এক ভাবে,
কবিতা শুনিতে বাসহে ভাল॥
বিলুপ্ত গুপ্তের, কবিতা কাননে,
বিবিধ বরণ কুসুম তুলি।
সাদরে তুষিতে, তোমার শ্রবণে,
মুখে মুখে বলি কতই বুলি॥
এক মনে তাহা, করিতে শ্রবণ,
থামিতনা তব আশার আশা।
বলিতে বলহে, বল প্রিয়জন,
মরি কি মধুর শুনিতে ভাষা॥
আহা কি তোমার, কমল বদন,
কবিতার স্রোত বহিছে তায়।
কোথায় পাইব, তোমার মতন,
ছাড়িবনা যদি জীবন যায়॥
আমিও তোমার, আগ্রহ দর্শনে,
পাঁচে ফুলে সাজি সাজাই যত।
প্রধান কবির, কবিতার সনে,
নিজের কবিতা শুনাই কত॥

যথায় পলাশ, গন্ধসার সনে,
থাকিয়া তাহার সুবাস পায়।
সেরূপ আমার, কবিতা শ্রবণে,
কতই প্রশংসা করিতে হায় !!
স্বদেশ মাঝারে, বাড়াইলে মান,
এ সখা আমার সুন্দর কবি।
শুনিয়া সে বাণি হই হত জ্ঞান,
ভাবি জোনাকীকে বলেন রবি ॥
ক্রমে যত তুমি, জানিতে পারিলে,
কবিতা লেখার ক্ষমতা মোর।
না করি বিরাগ, আশা বাড়াইলে,
হলো আরো দৃঢ় স্নেহের ডোর ॥
সে অবধি মনে, হইল বাসনা,
সরল সখার কোমল পায়।
আছে কি এমন, সুচারু গহনা,
পরায়ে যতনে সাজাই তাঁয় ॥
ভাবের গৃহেতে, করিয়া প্রবেশ,
স্বভাবের চর্ম্ম খুঁজিয়া পাই।
দাসত্ব-শৃঙ্খল, উপানহ শেষ,
বিবিধ যতনে গঠিনু তাই ॥

কোরোনাহে রোষ, দেখি উপহার,

ধর অভিনব পাদুকা ধর।

এদীন জনার, এই উপহার,

সখাহে যতনে চরণে পর ॥

খড়দহ
সন ১২৮৩ সাল

বসম্বদ
শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

দাসত্বশৃঙ্খল।

ঈশ্বরোপাসনা।

স্বপনে।

মন বিহঙ্গ আমার!
করনা ভাবনা সেই ভবধবে করিছ ভাবনা কার?
জেনে শুনে কেন এখন ভ্রান্ত,
ঠেকে দেখে ছিছি না হও ক্ষান্ত,
সময় থাকিতে হওরে শান্ত,
হয়োনা ভ্রষ্টাচার॥
বিষয় কাননে অবিরত চর,
ষড় ঋপু-পাখী তব সহচর,
বস্তুরূপ বিষফল আশা কর,
পান কর মায়া-বার।
মায়িক ভবেতে এলে কি জন্য,
করিতে কেবল ক্রিয়া জঘন্য,
ভূতের সকাশে হতেছ গণ্য,
বহিছ কলুষ ভার॥

দাসত্বশৃঙ্খল।

থেকনাকো আর বিষয় কাননে,
উড়ে চল পাখী শম উপবনে,
থাকিবে সুখেতে বিবেকের সনে,
ভাবনা কি আছে তার ?
রোগ, শোক, মায়া, ক্লেশ হবে নাশ,
বৈরাগ্য তরুতে হবে চিরবাস,
ছিন্ন হবে তব মোহরূপ পাশ.
হবেনা জনম আর ॥
জ্ঞান-গুরু তব হইবে নিষ্কাম,
পড়াইবে "পড় বাবা আত্মারাম,"
জগত জীবন জগদীশ নাম.
ভব নদে হবে পার।
নিদাঘ, শরত, শিশির, হেমন্ত,
বরষা, বসন্ত, তপন, কৃতান্ত,
যাঁহার সৃজিত ধরণী অনন্ত,
তাঁরে স্মর একবার ॥

প্রথম দর্শন।

কুসুমে কীট।

ঝল্‌মল্‌ করে চন্দ্রিকা বসন,
রতনে খচিত নিচোল * গগন,
পত্র-মর্ম্মরিত, ভূষণ-শিঞ্জিত,
সুরভি বাতাস, প্রকৃতি-নিশ্বাস,
নূপুর নিক্কণ ঝিল্লীর রব।

ফুল্ল ফুলকুল দোলে রস ভরে,
ধবল বরণ শৃঙ্গ উচ্চ করে,
তুষার আলয়, ওই হিমালয়,
স্বভাব শোভায়, দ্রব হয়ে যায়,
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে ঝরণা সব॥

দেখে ব্রহ্মদেশ পূরবে বসিয়া,
বঙ্গ-অখাতের সহিত মিলিয়া,
পরিখার প্রায়, দক্ষিণ সীমায়,
ভারতসাগর, তরঙ্গ আকর,
প্রকৃতি সতীর মুকুতা-মালা।

---

* ওড়্‌না।

পশ্চিমে আরবসাগর দুর্জ্জয়,
দারুণ চঞ্চল স্থির কভু নয়,
বেলুচির * সনে, প্রেম আলাপনে,
সদা বাস করে, সুখে কাল হরে,
কাছে সলিমান, † রয়েছে হালা ‡।

হৃদি-স্মৃতিপটে স্বপনের প্রায়,
বিগত মূরতি আঁকিয়া দেখায়,
ওই ধর্ম্মরাজ, করিছে বিরাজ,
সত্য-এক শেষ, দেখালেন বেস্,
তুলনা তাঁহার আর কি হয়?

ভীম, দুর্য্যোধন ক্রোধে ধরি গদা,
বীরত্বের পরিচয় দেয় সদা,
দাতার প্রধান, কর্ণবলবান,
বধি পুত্র প্রাণ, দ্বিজে করে দান;
রত্নগর্ভা কি এ ভারত নয়?

তার পরে এক মণি দেখা যায়,
আদিত্য মলিন আদিত্য ¶ প্রভায়,

---

* বেলুচিস্থান। † সলিমান পর্ব্বত।
‡ হালা পর্ব্বত। ¶ বিক্রমাদিত্য।

বিদ্যায় মণ্ডিত, তুলনা রহিত,
ভুজ-তেজবলে, দলে অরি দলে,
সভা মাঝে নটি মাণিক জ্বলে।

একতা সাহস ভ্রাতা বসি পাশে,
স্বাধীনতা সহোদরা সহ হাসে,
কমল আসনা, কণকবরণা,
ভারতে কমলা, আছেন অচলা,
কেহ নাহি পারে লইতে বলে॥

বোধ হয় শোভা-দেবীর প্রাসাদ,
হেরিলে বিগত সকল বিষাদ,
ষড়ঋতুগণ, জড়িত তোরণ,
দেব ভাষা ভাল্, দ্বারে দ্বারপাল,
সোণার ভারত সকলে কয়।

উড়ে ঊর্দ্ধরতা পতাকা অদ্ভুত,
আদিত্য অভাবে ক্ষেত্রি, রজপুত,
সমরে মরণ, সরগে গমন,
করি অনুমান, তুচ্ছ ভাবি প্রাণ,
প্রকৃতি-প্রহরী হইয়া রয়॥

দাসত্বশৃঙ্খল।

সুখ সরোবরে সন্তোষ কমল,
সুরভি-নিশ্বাসে করে ঢল্ ঢল্,
ভারত মাতার, কুসুমের হার,
কোন কীট দলে, পশে নাই বলে,
এমন সময় একিরে একি ?

পড়িল যবন কীটের লালসা,
পারেনা সহসা করিতে ভরসা,
আসে আর যায়, ভয়েতে পলায়,
শেষে গিজিনিতে, পারিল আসিতে,
বাসায় সুসার হইল দেখি।

লাহোর গ্রহণভাব মনোগত,
সদা চিন্তা কিসে করে করগত,
কালান্তের কাল, তথায় ভূপাল,
জয়পাল নাম, সর্ব্বগুণধাম,
না দিত আসিতে যবনগণে।

হইয়া সবক্ত * স্বপনের দাস,
লাহোর ভূপতি হতে অভিলাষ,

* গিজনীর অধিপতী আলপ্তগিনের সবক্তগিন নামক

জিগীষা প্রভায়, হেরে হেরে যায়,
তাহার তনয়, মামুদ দুর্জ্জয়,
জয়পালে বন্দী করিল রণে ॥

প্রাণভয়ে ধাইতেছে সেনাসব,
বিপক্ষের দলে জয় জয় রব,
ভাঙ্গে ঘর দ্বার, করে অত্যাচার,
নর নারী যত, মরে শত শত,
না রহে লাহোরে হিন্দুর " ছিট্ " ॥

করিল যবন ভারতাক্রমণ,
অন্য রাজগণ মুদিত নয়ন,
জয়পাল সনে, যোগ দিলে রণে,
হতোনা এমন, আলস্যে এখন,
সন্তোষ-কমলে পশিল কীট ॥

ইতি প্রথম দর্শন

এক জন ক্রীত দাস ছিল। এক দিন সে এরূপ স্বপ্ন দেখে যে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের রাজা হইবে। তদবধি ভারতবর্ষ আক্রমণে তার একান্ত বাসনা। পরে স্বীয় প্রভু-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া আলপ্তগিনের পরলোকান্তে গিজনির অধিপতী হইয়া ভারতাক্রমণ করে।

দ্বিতীয় দর্শন।

যবন কবলে !!

কেন এ দুর্দ্দশা তব ছায়া প্রাণেশ্বর ?
মাঠর, পিঙ্গল, দণ্ড কোথা সহচর ?
পরিধি হইতে আসি, অংশুপুঞ্জ রাশি রাশি,
ধরায়, বৃক্ষের শিরে প্রাসাদ উপর।
সাজাত আতপ দানে দীন-পর্ণঘর ॥

সুবর্ণের হার দিয়া তটিনীর গলে।
ভাসাইত স্বেদ নীরে যত শ্রমীদলে ॥
দে জল দে জল রবে, কাঁদায়ে চাতক সবে,
ডুবাত পঙ্কিল জলে মহিষ সকলে।
বাষ্পাকারে বারি শোষি লইত সবলে।

নীরদ কি বল সব করিল হরণ ?
ঝটিকা-নিশ্বাস তাই ছাড়ে প্রভঞ্জন ॥
ঝম্ ঝম্ বর্ষে জল, ঘন পড়ে বর্ষোপল,
আঁধার গগন পথে করে বিচরণ।
তাই কি না দেখি তোমা দিবস রমণ ?

অথবা ভারত-ভাবী দুর্দ্দশা কারণ।
শোক-বস্ত্রে করিয়াছ অঙ্গ-আবরণ॥
বর্ষাছলে অবিরল, ফেলিতেছ নেত্র-জল,
প্রবল ঝটিকা শ্বাস হতেছে পতন।
কি হবে দিবসনাথ ভাবিলে এখন?

গত হইয়াছে দেব! ভাবিবার কাল।
ওই দেখ বন্দীভাবে আছে জয়পাল॥
অনুপায়ে সন্ধি করি, বন্দীভাব পরিহরি,
পুত্রে রাজ্য দিয়া অগ্নি প্রবেশে ভূপাল।
দেখিল পিতার মৃত্যু সে অনঙ্গপাল॥

অশ্রুবিন্দু বার বার শোকে বিসর্জ্জিয়া।
রহিলেন মামুদের অধীন হইয়া॥
পিতৃ-শোক-দগ্ধ মন, স্নিগ্ধ আশে করি পণ,
দারুণ বিদ্রোহানল দিলেন জ্বালিয়া।
গোপনেতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া॥

দুরন্ত মামুদ ক্রোধে হইয়া অজ্ঞান।
অনঙ্গপালেরে দিতে প্রতিফল দান॥

ঘোরতর করি রণ, বধি হিন্দু-সেনাগণ,
ক্রমে অবরোধ আসি করে মূলতান।
হারিয়া অনঙ্গপাল করিল প্রস্থান ॥

দূত আসি মামুদেরে দিল সমাচার।
গিজ্‌নি-উত্তর সীমা নিয়েছে তাতার ॥
হইল চিন্তিত অতি, যবনের অধিপতী,
সামন্ত করিল তার বশ্যতা স্বীকার।
তাতেই স্বীকৃত হয়ে গেল দুরাচার ॥

তাতারের সৈন্যদলে করিয়া দমন।
হৃদয়ে উদয় অনঙ্গের নির্যাতন ॥
যবন সেনানী সঙ্গে, ভারতে আসিয়া রঙ্গে,
সমর তরঙ্গে অঙ্গ দিয়া বিসর্জ্জন।
জীবনাশা অসি-ভেলা করিল গ্রহণ ॥

এদিকে অনঙ্গপাল ছিল সচেতন।
সাধ্যমতে করিছে সমর আয়োজন ॥
গোয়ালীয়, কালিঞ্জর, কনোজ, উজ্জীনেশ্বর,
পাঠাইল বহু সৈন্য সাহায্য কারণ।
সংশয়-আবর্ত্তে মগ্ন মামুদের মন ॥

আত্ম রক্ষা-আশে পেশোয়ার সন্নিধান।
শিবির স্থাপিয়া ভয়ে করে অবস্থান॥
ধন্য হিন্দু-বীরবালা, গলাইয়া হার, বালা,
স্বদেশ রক্ষণ হেতু করিতেছে দান।
অনঙ্গপালের পূর্ণ করে অকুলান॥

কি কার্য্য করিলে আহা বীরাঙ্গণাগণ!
বীর মদে কার এতে নাহি মাতে মন?
বিধাতার বর কন্যা, জন্মেছ ভারত-ধন্যা,
নাচিল উৎসাহ রসে হিন্দু সেনাগণ।
গর্জ্জিয়া যবনগণে করে আক্রমণ॥

ধন্য ধনু ধন্য অস্ত্র শিক্ষা সবাকার।
আজি রণে শমনের নাহিক নিস্তার॥
গোলা বৃষ্টি অবিরত, হতাহত শত শত,
অসি-মুষ্টি মুণ্ড ছিন্ন করে অনিবার।
"পেশোয়ার" গলে পরিলেন শবহার!!

যবন নিক্ষিপ্ত শর, আসি বায়ু বলে।
অনঙ্গপালের করি-কুম্ভ ভেদি চলে॥

দ্বিরদ ব্যথিত মনে, পৃষ্ঠ দেশ দিয়া রণে,
পলাইল, হিন্দু সেনা হেরিয়া সকলে।—
ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল দলে দলে॥

হায়রে সাহস ভরে যদি সৈন্যগণ।
দারুণ সমর মদে হইত মগন॥
তাহলে যবনরাজ, জয়ী কিরে হয় আজ,
ওই দেখ বধে পলায়িতের জীবন।
আসিয়া নাগরকূট * করিল লুণ্ঠন!!

ফিরিল স্বদেশে তথা হতে দুরাচার।
পুনঃ ধন-লোভ-আশা মনে জাগে তার॥
সৈন্য সাজাইয়া দেশে, আসিল ভীষণ বেশে,
স্বর্গ তুল্য স্থান ধরণীর অহঙ্কার।
কাশ্মীর লুণ্ঠন করি করে ছারখার!!

বার বার রণবেশে ভারতে আসিয়া।
হিন্দু-দেবকীর্ত্তি যত ফেলিল নাশিয়া॥
প্রবল প্রবহ-প্রায়, কাণ্যকুব্জ মুখে ধায়,
তত্র নরপতি আশু বিপদ ভাবিয়া।
হইল শরণাগত কর প্রদানিয়া॥

---

* নাগরকূট প্রদেশ।

কনোজ রাজের এই নীচ আচরণে।
ক্রোধিত হইল যত হিন্দু-রাজগণে॥
কালিঞ্জর-নরবর, যুদ্ধ করি ঘোরতর,
নাশিল যবন-সেবি দুর্ব্বল রাজনে।
সেই ক্রোধে মামুদ আসিল পুনঃ রণে॥

কালিঞ্জর ভূপতিরে দমি বাহু-বলে।
সোমনাথ লক্ষে চালাইল সৈন্যদলে॥
আজমীর জয় করি, গুর্জ্জর লইল হরি,
সোমনাথ ভাঙ্গিয়া ফেলিল ধরাতলে।
হিন্দু-দেবমূর্ত্তি ওই যবন কবলে!!

ইতি দ্বিতীয় দর্শন।

তৃতীয় দর্শন

পাগলিনী।

স্ববাসে মলিন বেশে উষা চলিল।
ধরার নীহার ক্রমে রবি শোষিল।
কুমুদিনী বিষাদিনী আঁখি মুদিল।
মরাল সদলে জল মাঝে পশিল॥

ভাব ভরে কমলিনী মুখ খুলিল।
গুমানেতে সুবাসিনী মৃদু দুলিল॥
নিষাদ লইয়া ফাঁদ্ বনে আসিল।
শ্বাপদ সভয়ে স্বস্ব দেহ ঢাকিল॥

পবন চালনে তরু ঘন নড়িছে।
পলিত * পলাশ † শাখা হতে পড়িছে॥
বৃন্তহতে ঝুর্ ঝুর্ ফুল ঝরিছে।
ফুলপ্রসূ ¶ যেন ঈশ পদ পূজিছে॥

বারণ ব্যাকুল অতি বারি বিহনে।
হয় না স্বীকার হয় ভার বহনে॥

---

* পক্ক। † পত্র। ¶ ফুলগাছ।

ঈষদুষ্ণ রসারাণী ভানু করেতে।
কোপনা রয়েছে যেন কোপ ভরেতে॥

চাতক কাতর ভাবে চাহি নীরদে।
ঊর্দ্ধমুখে বলে দুঃখে ত্বরা নীর দে॥
কাননে চপলভাবে শিশুগুলিত।
পরস্পরে করে খেলা বসি ধূলিতে॥

পাশে একি পুনঃ দেখি তরুমূলেতে।
মনোহরা বাস পরা এলো চুলেতে॥
শোভিছেন স্বভাবের বনফুলেতে।
এরমণী শিরোমণি নারী কুলেতে॥

কাঁচা সোণা তুলনাত নয় রূপেতে।
উপমান বটে সেত পাণ্ডু রোগেতে॥
বোধ হয় বর্ণতুলি ভুলি করেতে।
কল্পনা কামিনী কবি হৃদিপটেতে॥ —

স্থির মনে সঙ্গোপনে ভাব সহিতে।
এঁকেছেন নব ছবি শোক নাশিতে॥
কিম্বা ইনি হররাণী বসি কাননে।
পালন করেন পশু-শিশু যতনে॥

কাছে বসি খুলি অসি নত শিরেরে।
কোন বীর কথা কহে ধীরে ধীরেরে॥
প্রবল নিশ্বাস-বায়ু বহে নাসাতে।
হতাশ কি হয়েছেন মন-আশাতে॥

পাশে বসি সুরূপসী কেরে বালিকা?
মধুমাখা দেহ খানি স্নেহ কলিকা॥
মা মা রবে ছুটে উঠে দেবী কোলেতে।
ব্রজের কিশোরী যেন দোলে দোলেতে॥

অঙ্কে করি দয়াবতী মুখ চুম্বিল।
কমল নয়ন দুটী জলে ভাসিল॥
খেদে কন কেন মন শোকে মজিল?
দেখে মুখ ফাটে বুক একি হইল?

এই ভয় বুঝি মাগো তোকে হারাবো।
এ জনম মত আর কভু না পাবো॥
আধোবোলে বলে সুতা মার রোদনে।
"কেদনা কেদনা ওমা ধলি চলণে॥

কেন কল বয় ডা ডা আচে নিকতে?
ওল বলে কে আতিতে পালে দগাতে?"

ছোট ছোট হাত দিয়া মার বদনে।
রোদন বারণ করে অতি যতনে॥

কহে বীর কেন দেবি ভাবগো ভাবী!
তোমার আশীষে আমি কিছুনা ভাবি
কি ভাবনা বীরমাতা থাকো পুলকে।
সসাগরা ধরা শাসি আমি পলকে॥

সহোদর-বাহু-শাখা-ছায়ে ভগিনী।
চির কাল রবে সুখে মনতোষিণী॥
তুমি মাগো সর্ব্বেশ্বরী আছো মহীতে।
তুলনা কাহার হয় তব সহিতে?

তব অনুমতি পেলে ঘোর আহবে *।
অসি করে নমি পদে সাজিবে সবে॥
পারিবেনা অরিকুল কভু আসিতে।
বিনাশিতে পারি একা এই অসিতে॥

অগ্রজ আছেন হিন্দু মন-কাননে।
কে পারে তুলিতে শির তাঁর শাসনে॥
বলেন মলিন মুখে বনবাসিনী।
একতা! জননী তব বড় দুঃখিনী॥

* যুদ্ধে।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবীর কোথা রহিল ?
ভীম, দুর্য্যোধন, কর্ণ হত হইল ॥
বিলুপ্ত বিক্রমাদিত্য ভারতমণি।
রন্ধ্রগত হইয়াছে আমার শনি ॥

কত সুত হত হইয়াছে মরিরে।
কেন প্রাণ আছে অবলার শরীরে ?
এখন হতেছে এই মনে ভাবনা।
যারা আছে তারা পাছে পায় যাতনা ?

সদা ভেবে মরি শিশুগুলি কারণে।
পাছে মারা যায় তারা অন্ন বিহনে ॥
সহোদরে সহোদরে থেক মিলনে।
ঘটেনাক দ্বন্দ্ব যেন কোন কারণে ॥

বলিলাম হিতবাণি ও যাদুমণি।
পাগলিনী অনাথিনী তব জননী !!

ইতি তৃতীয় দর্শন।

চতুর্থ দর্শন।

বন্দীনী !!!

মধ্যাহ্ন-তরণি-ময়খ প্রখর,
তাপিত মেদিনী শ্রমী সকাতর,
দর্ দর্ ঘাম, ঝরে অবিশ্রাম,
তবু করে শ্রম পূরাতে উদর ॥

পথে পান্থকুল ঘোর পিপাসায়,
লইছে আশ্রয় তরুর ছায়ায়।
পাদপা-হৃদয়, দয়ার আলয়,
বিস্তারিয়া শাখা অতিথি বাঁচায় ॥

অনল মিশ্রিত গরল পবন,
উষ্ণ ধূলিকণা করিছে বহন।
মহিষ সকল, হইয়া বিকল,
শালদ্রুমে করে গাত্রকণ্ডূয়ন ॥

পর্ব্বত গহ্বরে কেশরী শুইয়া,
তুলিতেছে হাই কাতর হইয়া।
নাহি উঠিবার, ক্ষমতা তাহার,
সম্মুখে শিকার যায় পলাইয়া ॥

গাভীকুল ছায়া করিয়া গ্রহণ,
আঁখি মুদি করে চর্ব্বিত চর্ব্বন।
চাতক বাসায়, ঘোর পিপাসায়,
দেজল দে জল বলে অনুক্ষণ॥

লক্ লক্ লক্ লেহনি ঝুলিছে,
ধুঁকে ধুঁকে পথে কুক্কুর চলিছে।
স্রোতস্বতী নীরে, নামি ধীরে ধীরে,
চক্ চক্ চক্ জীবন লেহিছে॥

ভারত কাননে এমন সময়,
একিরে মূরতি দেখে হয় ভয়?
নয়ন লোহিত, বরণ অসিত,
শমনের দূত অনুভব হয়॥

সম্মুখে দাঁড়ায়ে চিত্রের পুত্তলি,
অঙ্গের জ্যোতিতে খেলিছে বিজলী
অবলা বয়স, হবে চতুর্দ্দশ,
হৃদয়ে শোভিছে কমলের কলি॥

ইন্দীবর নেত্র আকর্ণ বিস্তার,
মার্জ্জিত রদন মুকুতার হার।
পয়োধি মন্থনে, সুধার কারণে,
হলেন মোহিনী হরি কি আবার?

কুসুমাঙ্গী কিবা সুষমার ডালা,
নয়নের জলে ভাসিছেন বালা।
কাহার নন্দিনী, ভুবন-বন্দিনী,
হৃদয়েতে কিবা পশিয়াছে জ্বালা?

সরোদনে কন হায় হায় হায়,
বিপক্ষ আসিয়া হরিল আমায়।
বিষাদে এখন, দহিছে জীবন,
সহোদরগণ রহিল কোথায়?

ভীষণ মূরতি এমন সময়,
গম্ভীর স্বরেতে অবলারে কয়।
কেন অকারণ, করিস্ রোদন,
স্বাধীনতা তোর জীবন সংশয়!!

আসিয়াছি আমি প্রভু আদেশেতে,
হতেছি তৎপর আদিষ্ট কর্ম্মেতে।
নিকট মরণ, হয়েছে এখন,
বলি লগ্ন অসি তুলিল ঊর্দ্ধেতে॥

প্রবল বেগেতে সমীর যথায় —
বহিয়া কদলীতরুরে কাঁপায়।
তথা থর থর, বালা কলেবর,
অসি হেরি ঘন কাঁপিতেছে হায়!!

নয়নেন্দীবর ভাসিল সলিলে,
আলোড়িত মন চিন্তার অনিলে।
ওরে দুরাশয়, দয়া নাহি হয়,
কি ফল হইবে অবলা বধিলে॥?

মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কি কারণে?
আর কি সাহস হয় তাঁর মনে?
শরীর দুলিল, পশ্চাতে হেলিল,
নিবারেণ ভয় অবনী শয়নে॥

ধন্য ধন্য মূর্চ্ছা ত্রিদিববাসিনি,
বিপন্নজনার যন্ত্রনা হারিণি !
কুসুম-বরণী, দেখিয়া রমণী,
করিলে গো কোলে অভয় দায়িনি ॥

ধরণী মাঝারে জানি গো সরলে,
স্নেহের মূরতি অবলা সকলে।
দীনের কুটিরে, ভূপতি মন্দিরে,
নারী-দয়া-দীপ সমভাবে জ্বলে ॥

সংসার হ্রদেতে বারি রূপা হয়,
খেলে সুখে তাহে নর মীনচয়।
রমণী জীবন, হলে অদর্শন,
মীনের জীবন সতত সংশয় !!

হেন অবলারে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া,
নিষ্ঠুর নয়ন লোহিত করিয়া।
নত করি আসি, পাশে আছে বসি,
সংজ্ঞারূপ-পথ পানেতে চাহিয়া ॥

(বিজন বিপিনে হরি যে প্রকার,
সম্মুখে দেখিয়া নিদ্রিত শিকার।
নিদ্রাভঙ্গ আশে, বসি তার পাশে,
সৃক্কণি লেহন করে বার বার ॥)

সংজ্ঞা প্রাপ্তে বালা বসেন উঠিয়া,
বলেন ঘাতুকে বিনয় করিয়া।
একে শোকে ক্ষীণা, স্বজন বিহীনা,
বধিতেছ মোরে কি দোষ পাইয়া ?

"শোনে কি চোরেতে ধর্ম্মের কাহিনী,"
কহে দুষ্ট অপরাধ নাহি জানি।
প্রভুর আজ্ঞায়, এনেছি তোমায়,
বলি কোষ হতে অসি লয় টানি ॥

ঝনাৎ ঝলসি উর্দ্ধেতে উঠিতে,
যবন-ভূপতি আসি আচম্বিতে ?
ঘাতুকেরে কন, করিসম্বোধন,—
হবে এ বালারে কারায় রাখিতে ।

বধোনা বধোনা বধোনা জীবন,
শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করহ চরণ।
শুনি সেই স্বর, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
বালারে লইয়া হলো অদর্শন ॥

যবনের দুর্গ ভীষণ আকার,
দেখে হয় হৃদে উদয় শঙ্কার।
নানা অস্ত্র করে, অটল সমরে,
রক্ষীগণ রক্ষা করিতেছে দ্বার ॥

উঠে প্রতিধ্বনি শোক প্রদায়িনী,
আর্য্যজাতি হৃদি বিদীর্ণ কারিণী।
যাতনা সহেনা, জীবন রহেনা,
কে উদ্ধারে মোরে হয়েছি বন্দীনী !!

ইতি চতুর্থ দর্শন।

পঞ্চম দর্শন

অভাগিনী !!

দেখিতে ভীষণ নদ নামেতে ভৈরব।
সলিল লবণময় নক্রপূর্ণ সব !!
পরিসর অল্প বটে গভীর অধিক।
প্রবল স্রোতের বেগ আছে স্বাভাবিক
দুই পার্শ্বে শালবন বিস্তারিয়া বাহু।
গ্রাসিতে পথিক শশী ব্যস্ত যথা রাহু ॥
বনলতা নীরে পড়ি বক্রভাবে রয়।
নদীপতি কর্ণে যেন গুপ্ত কথা কয় ॥
শার্দ্দূল বহুল সুখে ভ্রমে তটোপরে।
শমন স্বালয়ে যেন সানন্দে বিহরে ॥
দলে দলে জলে ভাসে মহিষ হরষে।
ক্ষুদ্রজীব প্রাণ ভয়ে বারি না পরশে ॥
হিমঋতু নিশা শেষে ঊষা কুলবালা।
নীহারের কুঁদফুলে সাজায়েছে ডালা ॥
কুসুম ঊষার-মুখ নয়ন-রঞ্জন।
মৃদুভাবে রবিকর করিছে চুম্বন ॥

একি কেন শোভাদেবী এভাবে আসীনা ?
কি শোকে আনন্দময়ী হলেন মলিনা ?
বিগলিত কেশপাশ পৃষ্ঠে দুলিতেছে।
মৃদু মৃদু ভাবে দুটি ওষ্ঠ নড়িতেছে ॥
পড়িতেছে নেত্র নীর অবনী-উপর।
উঠিতেছে ধীরে ধীরে হৃদিভেদি স্বর !!
কোথা স্বাধীনতা দেবি রহিলে এখন ?
আর কিগো তব নাহি পাব দরশন ?
কেন হৃদিপদ্ম আজি মলিন হইল ?
সুখের আবাস মম কে আসি হরিল ?
যবন-ছলনা-জাল ক্রমে বিস্তারিল।
সন্তোষ-কুসুম-দলে কীট প্রবেশিল ॥
জাননা ভারতমাতা বিপদের লেশ।
ত্বরায় সহিতে কিগো হলো তব ক্লেশ ?
মুখে না নিসরে আর নিদারুণ কথা।
হরণ হয়েছে মরি জ্যোতিষ্মতি-লতা ॥
নয়নান্দদায়িনী বন্দীনী কারাগারে।
কেবা আর স্বাধীনতা দেবীরে উদ্ধারে ॥
নিরবিলা বিষাদিনী শোক অশ্রুধারে।
একাকিনী অনাথিনী কে প্রবোধে তাঁরে ?

লোহিত লোচন দেহ সুষমার হ্রদ।
পরিধান দীর্ঘ দেহে বীর-পরিচ্ছদ ॥
আসি শোভাদেবী পদে নত করে শির।
চুম্বিয়া কপোল দেবী ত্যজে নেত্রনীর।
শিক্ত হলো শিরোরুহ শোক অশ্রুজলে।
যথায় তুষার বিন্দু নবদুর্ব্বাদলে ॥
সরোদনে বিষাদিনী কন বীরবরে।
দুর্জ্জন দলন মম হৃদয় বিদরে !!
তব ভগ্নী স্বাধীনতা বন্দীনী এখন।
দহিছে দারুণ দুঃখে অভাগিনী মন !!
ঝরিল দেবীর নেত্রে ঝর্ ঝর্ নীর।
শোকে, ক্রোধে গর্জ্জিয়া কহিল মহাবীর ॥
স্থির হও দেবী আর করোনা ভাবনা।
এখনি ঘুচাব তব মানস যন্ত্রণা ॥
পশিব সমরে আমি নাশিব সকল।
দেখিব কতই বলী যবনের দল ॥
শোণিতের স্রোতে এই অসি ভাসাইব।
বাহু বলে ভগিনীরে উদ্ধারি আনিব ॥
শুনি দেবী কন ওরে দুর্জ্জন দলন।
স্বাধীনতা শোকে সদা দহিতেছে মন !!

বিজনে বসিয়া কাঁদি আমি একাকিনী।
বাঁচাও জীবনে বাছা হই অভাগিনী !!

ইতি পঞ্চম দর্শন।

ষষ্ঠ দর্শন।

পিঞ্জরভঙ্গ !!

হাসিয়া পশ্চিমাবালা, করে লয়ে স্বর্ণথালা
যতনে দ্যুমনি * মণি তদুপরি রেখেছে।
হয়ে অতি ঈর্ষাবতী, মনদুঃখে স্রোতস্বতী,
অভিমানে লোহিত বসনে মুখ ঢেকেছে॥
কাল নিশা আগমনে, ভ্রমর ব্যাকুল মনে,
ম্লান মুখে বিষাদ পরাগ গায়ে মেখেছে।
ভুবন মোহিনী সতী, পূর্ব্বাঙ্গনা রূপবতী,
স্বামীর গমনে বড় বিপদেতে ঠেকেছে॥
প্রকৃতি প্রফুল্ল মনে, ভুলাইতে প্রিয় জনে,
অনুরাগে বিনোদিনী নীলাম্বরী পরিল।
গলে তারকার মালা, তরুশ্যামাদানে বালা,
অবনী গৃহেতে দীপকীট-দীপ জ্বালিল॥
লাহোর-হৃদয় পরে, সাহস-পতাকা ধরে,
মদভরে কাহার ধ্বজিনী † সব রয়েছে?
দুর্গম পরিখা মাঝে; অবিনাশী দুর্গ সাজে,
বিক্রান্ত ‡ অশান্ত যত গুপ্ত ভাব ধরেছে॥

* সূর্য্য। † সৈন্য। ‡ বলবান সৈন্য।

জাংঘিক১ অগ্রতঃসর২, অসিহেতি,৩ অভিসর৪
পদিক৫ বর্ম্মিত৬ আদি কত জন তায়রে।
শোভে প্রহরণ নানা দারুণ শমন-থানা,
কার সাধ্য সে দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে যায় রে॥?
ঘেরিলেক হেন কালে, নিবিড় ধূমের জালে,
রোধিল দর্শন পথ ঘোর শব্দ হয়রে।
ঝলসিছে ঘন অসি, খসি পড়ে রবি শশী,
বোধ হয় পলকেতে সৃষ্টি হবে লয় রে!!
শব্দ হয় ঘোরতর, মাররে বিপক্ষ নর,
দুষ্টগণ রাজাজ্ঞার অবহেলা করেছে।
দেখাও বিষম বল, দুর্গ যাক রসাতল,
করেফেল সমভূমি আর কেন রয়েছে?
দুর্গবাসী চমকিত, সভয়ে ব্যাকুল চিত,
দড় বড় গিয়া সবে জোরে "তোপ" দাগিল।
ছুটে গোলা হয়ে লাল, যেন কাল ঠুকে তাল
বিনাশিতে ত্রিভুবন রণমদে মাতিল॥
হিন্দুদের আশালোপ, পুড়ে গেল দাড়ি গোঁপ,
উড়ে গেল কত সেনা পেলে প্রতিফলরে।

---

১ দ্রুতগমনশীল। ২ অগ্রগামী। ৩ অসিধারী।
৪ অনুচর। ৫ পেয়াদা। ৬ কবচযুক্ত পুরুষ

হত হয়ে তত বল, ভারতীয় সৈন্যদল,
জিনিবারে আজি ১ আশু প্রকাশিল ছলরে ॥
সাহসেতে অদভুত, ছুটিলেক গুপ্তদূত,
গিয়া দুর্গবাসীদলে বলে থাম রণেতে।
বলেছেন মহারাজ, যুদ্ধে আর নাহি কাজ,
করিবেন সন্ধি এবে তোমাদের সনেতে ॥
থেমে গেল দুই দল, নিবিল সমরানল,
সভয়ে যবনগণ সন্ধি আশা করিল।
আচম্বিতে রণবেশে, দুর্গমধ্যে সৈন্য এসে,
দুর্জ্জয় সমর-প্রিয় সেনাগণে ঘেরিল ॥
ঝন্ ঝন্ চলে অসি, দেহ হতে শির খসি,
ভূমে পড়ে শোণিতের স্রোত বয়ে যায় রে।
দুর্গ হলো ছারখার, ঘনশব্দ হাহাকার,
প্রাণভয়ে যবনেরা পলাইতে চায় রে ॥
বিক্রান্ত স্বদেশীদল, প্রকাশিয়া বাহুবল,
জোরে ধরে অরিগণে কারাগারে রাখিল।
ক্লেদপূর্ণ কারা ঘরে, বায়ু না প্রবেশ করে,
নিশ্বাস হইয়া রুদ্ধ কত শত মরিল ॥

---

১ যুদ্ধে।

বন্দীগণ আর্ত্তস্বরে, ব্যোমপথ ভেদ করে,
পাষাণ-হৃদয় গলে সেই দশা দেখিলে।
শকুনি গৃধিনীগণে, শব খায় ফুল্ল মনে,
ভাসিতেছে করপদ শোণিতের সলিলে॥
যেখানেতে একাকিনী, রয়েছেন বিষাদিনী,
সখেদেতে সেনাপতি সেইখানে চলিল।
দেখি দশা ভগিনীর, হৃদয় না হয় স্থির,
বিষাদেতে মহাবীর আঁখি নীরে ভাসিল॥
বলে ভগ্নি গৃহে চলো, কষ্ট যত গত হলো
কারাগার ভাঙ্গিয়াছি আর কিবা ভাবনা?
বিদেশীরা ক্রূর অতি, আহা দিয়া কি দুর্গতি,
রেখেছে তোমারে কত পাইয়াছি যাতনা॥
কাঁদিয়া কুমারী কহে, দুঃখেতে হৃদয় দহে,
দেখ ভ্রাত! ভগিনীর কিবা দশা হয়েছে॥
এই দুরাচার যত, কষ্ট দেছে বিধিমত,
আমার পাষাণ-প্রাণ বলে তাই সয়েছে॥
দুর্জ্জনদলন কন, শোকানলে দহে মন,
কেঁদোনা ভগিনি! দুঃখ দিওনা গো অন্তরে!
আবাসে চল এখনি, উঠিলেন বিষাদিনী,
উড়ে যথা বিহঙ্গিনী ভঙ্গ করি পিঞ্জরে!!

ইতি ষষ্ঠ দর্শন।

সপ্তম দর্শন।

গৃহমূষিক।

গরজে যামিনীচর।
ঘোরা তমস্বিনী, নীরব ধরণী,
ঘুমে অচেতন নর।
গরজে যামিনীচর॥

থেকেথেকে ঝিল্লিরব।
আহারের আসে, সুনীল আকাশে,
ছুটে করপক্ষ সব।
থেকে থেকে ঝিল্লিরব॥

নীরস পলাশ পরে।
চলে কীটভুক্, ভুদার* ভল্লূক,
মচ্ মচ্ মচ্ করে।
নীরস পলাশ পরে॥

ফেরব ফুকারে তায়।
নীহারের জল, যেন মুক্তাফল,

---

* শূকর।

দূর্ব্বাদলে শোভা পায়।
কেরব ফুকারে তায়॥

ওই জ্বলে দপ্ দপ্।
একিরে কাননে, হেরিনু নয়নে,
অসি খোলা ধপ্ ধপ্।
ওই জ্বলে দপ্ দপ্॥

কাহার বাহিনী সব?
ঝমর্ ঝমর্, চলেছে বিস্তর,
বদনেতে নাহি রব।
কাহার বাহিনী সব॥?

বারণেতে টানে তোপ্।
সাদিন * অগ্রেতে, সমর বেশেতে,
চলিয়াছি করি কোপ্।
বারণেতে টানে তোপ্॥

চক্রব্যূহ † চমৎকার।
বাজিছে পটহ, ভেদি পরিগ্রহ, ¶

* অশ্বারোহী সৈন্য। † সৈন্য-বেষ্টিতব্যূহ।
¶ সৈন্য পশ্চাৎ ভাগ।

জয় করে সাধ্যকার?
চক্রব্যূহ চমৎকার॥

নগরেতে সেনা ছুটে।
ওই গোলন্দাজ, করিল আওয়াজ,
দেহ শিহরিয়া উঠে।
নগরেতে সেনা ছুটে॥

চারিদিক ধূমাকার।
উড়ে গেল ঘর, প্রাসাদ বিস্তর,
শব্দ হয় মার্ মার্।
চারিদিক ধূমাকার॥

জাগে আর্য্যজাতিগণ।
কোমল শয্যায়, মায়াবী মায়ায়,
ঘুমে ছিল অচেতন।
জাগে আর্য্যজাতিগণ॥

না জানে বিপদলেশ।
নিশীথ সময়, গোলা বৃষ্টি হয়,
গেল গেল উড়ে দেশ।
না জানে বিপদ লেশ॥

বিষাদে সাজিল সব।
দেখিতে দেখিতে, অরি-বাহিনীতে,
ঘেরিলেক করি রব।
বিষাদে সাজিল সব॥

ক্রোধে বলে সেনাগণ।
কর ঘোর রণ, মার শত্রুগণ,
অপমানে দহে মন।
ক্রোধে বলে সেনাগণ॥

মরিছে স্বদেশী দল।
না হতে প্রস্তুত, শমনের দূত,
প্রকাশিল আসি বল।
মরিছে স্বদেশী দল।

উঠিতেছে আর্ত্তরব।
শিরে অকস্মাৎ, অশনি নিপাত,
রাশি রাশি হলো শব।
উঠিতেছে আর্ত্তরব॥

সমরেতে হিন্দুরাজ।
বিপদ দেখিয়া, উঠেন কাঁপিয়া,

শির হতে খসে তাজ।
সমরেতে হিন্দুরাজ ॥

নয়ন সলিলে ভাসি।
বিষাদে কহিল, কে দুর্গ নাশিল,
কাহার ধ্বজিনী আসি ?
নয়ন সলিলে ভাসি ॥

নৃপ-শিরে গোলা পড়ে ॥
ছুটিয়া রুধির, উড়ে গেল শির,
ভাঙ্গিল পাদপ ঝড়ে।
নৃপ-শিরে গোলাপড়ে ॥

জয় ম্লেচ্ছরাজ জয়।
উঠিলেক স্বর, বিপক্ষ ভিতর,
দূর হলো অরিভয়।
জয় ম্লেচ্ছরাজ জয় ॥

শোণিতে ধরণী লাল।
মরি বিষাদেতে, গৃহমূষিকেতে,
কাটিল প্রণয়জাল।
শোণিতে ধরণী লাল ॥

বিপক্ষের দলে পশি।
স্বদেশ-নাশক, গিরিকা * বঞ্চক,
রয়েছে পিঞ্জরে বসি।
বিপক্ষের দলে পশি ॥

হইল বিদেশী-দাস।
বিমানে প্রাসাদ, নিরমিতে সাধ,
চাঁদ ধরিবারে আশ।
হইল বিদেশী-দাস।

ভাঙ্গিল দুরাশা ছল।
কি কব অধিক, সে গৃহ-মূষিক,
পাইল করমফল।
ভাঙ্গিল দুরাশা ছল ॥

ইতি সপ্তম দর্শন।

---

* ক্ষুদ্র মূষিক।

অষ্টম দর্শন।

রন্ধনহরণ।

উসা-আগমনে যত দিগঙ্গনাগণ,
গগন-প্রাঙ্গণ করিবারে পরিষ্কার।
রবি-জ্যোতি-সম্মার্জ্জনী করিয়া গ্রহণ,
অন্তর করেন আবর্জ্জনা-অন্ধকার॥

নীহারের ছড়াদান করিয়া সকলে,
শীতল-সমীর-ধূলি করিয়া গ্রহণ।
লইয়া ভ্রমর-যমদূতিকার * ছলে,
মাজিলেন বামাগণ কুসুম-বাসন॥

স্নান করি নারীগণ কামনার জলে,
প্রাণী-আয়ু-পাকস্থানে গমন করিয়া।
সময়-ইন্ধন যত্নে আহরি সকলে,
আরম্ভিলা পাক শূন্য-অগ্নিকা † জ্বালিয়া॥

---

* ভিন্তিড়ি।   † উনান।

প্রভাকর বৈশ্বানর হইল সবার,
মৃত্যুরূপ পাকস্থলী উষ্ণ হইতেছে।
আর্য্যজাতি অশ্রুপাত কটাহের বার,
ধ্বংসতা তণ্ডুলগুলি ফুটি উঠিতেছে॥

শৈবলিনী উপকূলে সোপান উপরে,
কেরে মাণবক বসি বদন বিরস?
আহা মরি কি ভাবনা পশিয়া অন্তরে,
করিয়াছে বারিপূর্ণ নেত্র-তামরস *॥

ঈষত্ গোঁপের রেখা ভুরু শরাসন,
তার নীচে শোভিতেছে আকর্ণ নয়ন।
বোধ হয় হবে শীঘ্র বারি বরিষণ,
তাই হইতেছে রামধনু দরশন॥

মরি কিবা সুলোহিত অধরপল্লব,
আজানুলম্বিত বাহু প্রশস্ত হৃদয়।
বীরের লক্ষণ অঙ্গে শোভিতেছে সব,
বয়স ষোড়শবর্ষ অধিকতো নয়॥

* পদ্ম।

গোলাপ-কুসুমদল অঙ্গের বরণ,
কেন বসি এ রতন সোপান উপরে ?
অযতনে রহিয়াছে কষিত কাঞ্চন,
"মণিকার" বিনা মণি আদর কে করে ?

বহুমূল্য পরিচ্ছদ অঙ্গ-আবরণ,
"কড়াবিন্"*"তোজদানে"† পাশে দুলিতেছে
মুখখানি ভার ভার চিন্তায় মগন,
বাম দিকে কোষ-মধ্যে অসি ঝুলিতেছে ॥

হৃদয় দহিছে তাঁর চিন্তার দহনে,
থেকে থেকে পড়িতেছে হৃদি-ভেদি শ্বাস।
বলিছেন যুবরাজ আপনার মনে,
এত দিনে আমাদের হলো সর্ব্বনাশ !!

হায় এই ধরাধামে এই অভাগার,
এ দেহ রয়েছে কেন বলিতে না পারি ?
বহন করিতে বুঝি শোকরূপ ভার,
অথবা কি কর্ম্ম ভোগ ভুগি আপনারি ॥

* বন্দুক বিশেষ। † বন্দুকাধার।

দেহধারী হয়ে কত সহিব যাতনা,
ক্রমে বৃদ্ধি পায় যেন বারিধির জল।
চিন্তা-অনিলের সহ হইয়া ঘটনা,
প্রবল বেগেতে উঠে তরঙ্গ সকল॥

আহা জরা অবস্থায় মম জননীর,
নিদারুণ শোক হৃদে পশিল তাঁহার,
"দুর্জ্জন-দলন" রণে ত্যজেছে শরীর,
আহা ভ্রাত দেখা তব পাবনাক আর ?

কোথা ভগ্নি ! স্বাধীনতা রহিল এখন,
চিরকাল রবে কি গো দাসত্ববন্ধনে ?
দেখ সহোদর তব করিছে রোদন,
তোষ আসি দয়াবতি মধুর বচনে !!

হায় কষ্ট ভোগে মম যত সহোদর,
স্মরিলে সে দুঃখ আহা বিদরে হৃদয়।
নয়নেতে শোক-জল বহে নিরন্তর,
যেরূপ বরিষে বারি ঘন বরিষায়॥

বাম করে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
এইরূপ ভাবিছেন বসিয়া নবীন,
এমন সময় শব্দ শুনিয়া ভীষণ,
ঘুরিল সুষমাজলে অক্ষিরূপ-মীন ॥

"কড়াবিন" সব্যহস্তে উঠিল রুষিয়া,
কড়্ কড়্ ঘনশব্দ হইল তাহার।
রহিলেক শত্রুপথ প্রতীক্ষা করিয়া,
বোধ হয় ছাড়িবে সে সধূম ফুৎকার ॥

একি একি দ্রুতপদে কে এল বালিকা,
দারুণ আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপে থর থর !
কেনরে মলিনা আজি স্নেহের কলিকা,
বলে "ডাড়া নিচাচলী গ্লাচিবে চত্বল !!"

বলিতে বলিতে হায় !! —

একিরে একিরে, মূরতি ভীষণা,
করালবদনে রদন শোভা ?
লক্ লক্ লক্, লোহিত বরণা,
শোভিছে লেহনি শোণিত লোভা !!

দপ্ দপ্ জ্বলে, ক্রোধ হুতাশন,
ঘন ঘন ঘন ঘুরিছে আঁখি।
হুহুহুহু বহে, নিশ্বাস পবন,
ভাঙে কুমারের ভরসা শাখী॥
ধরে ধরে ধরে, প্রসারিছে কর,
থর থর বীর কাঁপিছে রোষে।
গুড়্ গুম্ ধূমে, ব্যাপ্ত চরাচর,
উঠিলেক অসি গরজি কোষে॥
ঝনাত্ ঝনাত্ ঝন্ ঝন্ ঝন্,
গুম্ গুম্ দুম্ সমর ঘোর।
হলো প্রতিধ্বনি, করোনাক রণ,
ও যে কুহুকিনী যাদুরে মোর॥
হারিল কুমার, রাক্ষসী রুষিল,
ধরিয়া কুমার কুমারী করে।
যেন আকর্ষণী, কল আকর্ষিল,
চলিল লইয়া আপন ঘরে॥

এমন সময় ওই !!—

অদূরে উঠিল ঘোর রোদনের ধ্বনি,
হাহা কোথা গেলে মম কনিষ্ঠ নন্দন ?

আয় আর্য্যজাতি-বল কাঁদিছে জননী,
সুখদা মায়ের মায়া দিলি বিসর্জ্জন ?

ভারত কাননে বসি যাহা ভাবিলাম,
অভাগিনী-অদৃষ্টেতে ফলিল কি তাই।?
সুখদারে কোলে লয়ে এই বলিলাম,
বুঝি মনতোষিণি গো তোমারে হারাই ॥

সে সময় কচি কচি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে,
মধ্যম ভ্রাতারে তব দেখাইয়া দিয়া।
কত বুঝাইলে গো মা ধরি গলদেশে,
সে সব স্মরিয়া মম বিদরিছে হিয়া ॥

প্রাণ যায় দেখা দেরে প্রাণের রতন,
কোন পাপে এই দশা হইল তোমার ?
শঙ্কা নিশাচরী আসি করিল হরণ,
এই কি দেখিতে হলো ভারত মাতার ?

হায় দুষ্ট যবনেরা এদেশে আসিয়া,
পশিল ভীষণ বেশে অসি করি করে।
মম সুত জয়পালে অনলে দহিয়া,
হানিল শোকের শেল অবলা-অন্তরে !!

গিজ্নীতে যবনেরা দৃঢ় দুর্গ করি
রহিলেক, ছদ্মভাবে দূত পাঠাইয়া।
লয়ে গেল স্বাধীনতা মায়াতে আবরি,
শান্তির কুসুম-বন বলেতে নাশিয়া॥

উহু বুক্ ফেটে যায় হইলে স্মরণ,
বিপক্ষ-মঙ্গল-দাস অসি করি করে।
নাশিতে সুতারে মম করিয়া মনন,
লয়ে গেল ক্রূর জলনিধি-তটোপরে॥

ভাগ্যক্রমে নিকটেতে প্রভু আসি তার,
স্বাধীনতা-প্রাণনাশ করি নিবারণ।
কারাবদ্ধ করিলেক সেই দুরাচার,
কতই দিতেছে ক্লেশ দুরাচারগণ?

কেনরে প্রলয়কাল আসেনা আবার,
হয়ে যাক্ মম বক্ষ সব জলময়।
না থাকে ধরায় যেন প্রাণীর সঞ্চার,
বারিগর্ভ হোক্ মম বিশ্রাম আলয়॥

কোথায় তনয় মম দুর্জ্জন দলন,"
একবার ভগিনীরে করিলে উদ্ধার।

নিশীথ সময় আসি অরি সেনাগণ,
আমরি করিল বীর তোমারে সংহার !

"দুর্জ্জন দলন" দাস বিশ্বাস-ঘাতক,
স্বার্থপর, ভণ্ড "গৃহমূষিক" নামেতে।
গ্রাসিল আপন প্রভু দুরাত্মা বঞ্চক,
মিলিত হইয়া দুষ্ট বিপক্ষ সনেতে ॥

পাইয়াছে পাপী নিজ কর্ম্মরূপ ফল,
দুরাশা তাহার যত হইয়াছে লয়।
তাহারাই পদে দেছে দাসত্ব শৃঙ্খল,
মিত্র ভাবি লয়েছিল যাদের আশ্রয় ॥

হেন কালে অশ্ব পরে করি আরোহণ,
আসিলেন এক যুবা দুঃখিনীর পাশে।
সবল শরীর রূপে নয়ন-রঞ্জন,
করে প্রভাময় অসি অরিভয় নাশে ॥

সজল নয়ন দুটি ঘুরিতেছে ঘন,
যথা সরোবরে ভাসে সুনীল কমল।
ঘন ঘন বহিতেছে নিশ্বাস পবন,
হয়েছে মলিন আহা মুখ শতদল !!

আসিয়া বলেন মাগো হলো সর্ব্বনাশ,
কনিষ্ঠতনয়া আর তনয় তোমার।
উভয়ে রাক্ষসী করে হয়েছে বিনাশ,
আর নাহি জননি গো মঙ্গল সবার !!

কি বলিলে বলে মাতা পড়েন ঢলিয়া,
ধরাপরে স্বর্ণলতা হয়ে অচেতন।
কিঞ্চিৎ পরেতে মাতা সম্বিত পাইয়া,
বলেন "একতা" বেঁচে কি সুখ এখন ?

ত্বরায় দেহরে বাছা চিতা সাজাইয়া,
জ্বলিত অনলে আমি এখনি পশিব।
যাইতেছে চিন্তানলে হৃদয় দহিয়া,
অবলা প্রবল শোক কেমনে সহিব ?

এমন সময় শুনি ভীষণ গর্জ্জন,
একিরে প্রলয় কাল এলো কি আবার ?
কত শত গিরি, তরু হতেছে পতন,
মুহূর্ত্তে সকল জীব হবে কি সংহার ?

চমকেন দুঃখিনী "একতা" চমকিল,
কাঁপিল হস্তের অসি করি থর থর।

বোধ হয় শস্ত্র দিক্-সৃক্কণি লেহিল,
বিপক্ষ শোণিত পান করিবে সত্বর ॥

চারিদিকে কুমারের নয়ন ঘুরিছে,
সম্মুখে বিকট মূর্ত্তি দিল দরশন।
কটা কটা দীর্ঘ জটা মস্তকে শোভিছে,
ওষ্ঠদ্বয় স্থূল অতি লোহিত দশন ॥

হা হা রবে উচ্চহাস্য বদনে তাহার,
আসিতেছে দুরাচার বাহু প্রসারিয়া।
বিকট আনন ক্রোধে করিয়া বিস্তার,
কুমারেরে ধরিবারে চলিল ধাইয়া ॥

বিকৃত স্বরেতে বলে ওরে বীরবর,
আর কোথা পলায়ন করিবি এখন।?
ভারতে আমার অরি তুইরে প্রখর,
পাইয়াছি বহু দিন করি অন্বেষণ ॥

রুষিল একতা ঝুঁকে অরিনিসূদন, *
বোধ হয় রক্ষবক্ষে পশিবে সত্বর।

---

* অসি।

ক্রোধে উঠিলেন বীর করিয়া গর্জ্জন,
বীর মদে ঘুরিয়া উঠিল দুই কর ॥

কৌণপ * উপরে অসি পড়ে ঝন্ ঝন্,
নিবারিছে রক্ষ তাহা পাদপ চালনে।
হইল তুমুল যুদ্ধ দেখিতে ভীষণ,
(ভীম যথা যুঝে বক রাক্ষসের সনে ॥)

করিলেক শিলাবৃষ্টি দুর্ব্বার কৌণপ,
অসিতে করেন ছিন্ন সমর কুশল।
আনিলেক ক্রোধে রক্ষ গর্জ্জিয়া পাদপ,
একতার শস্ত্রাঘাতে হইল বিফল ॥

হইল উভয়ে রণ অতি ঘোরতর,
ছিন্ন ভিন্ন হলো অসি শিলার প্রহারে।
সমরেতে ক্লান্ত কুমারের কলেবর,
দ্রুত আসি যাতুধান * ধরিল কুমারে ॥

একতার এই দশা করি দরশন,
উঠিলেন পাগলিনী হাহাকার করি।

* রাক্ষস।

ধরাপরে স্বর্ণলতা হইল পতন,
লইল দারুণ-শোক চেতনারে হরি !!

ব্যোমপথে প্রতিধ্বনি উঠিল কাঁদিয়া,
বলয়ে ভারতশিরে লাগিল দহন।
যাতুধান কুমারেরে লইল ধরিয়া,
অপহৃত হলো হায় একতা রতন !!

ইতি অষ্টম দর্শন।

নবম দর্শন

জালে সিংহ !!

রবি ছবি করিয়া গোপন।
সরসীতে সরোজীরে, ভাসাইয়া শোকনীরে,
অস্তাচলে করেন গমন।—
হইল পশ্চিমদিক লোহিত বরণ॥

বোধ হয় ওতো নয় লোহিত বরণ।
ভুলাইতে নিজপতি, অনুরাগে ধরা-সতী,
করেছেন সীমন্তেতে সিন্দূর ধারণ।
অথবা-তাম্বূল রাগ হয় দরশন॥

মৃদুল পবনে দোলে মহীরুহগণ।
পাতা, শাখা নড়িতেছে, যেন ডেকে বলিতেছে,
এসো এসো ফিরে এসো দিবসরমণ।
করোনা করোনা তুমি অস্তেতে গমন॥

এমন সময় ওই গভীর গহনে।
শব্দ হয় মর্ মর্, মচ্ মচ্ সর্ সর্,

খট্ খট্ খুর-ধ্বনি আঘাতে শ্রবণে।
কে যায় পাঠক চল দেখিগে নয়নে ॥

আলোকিত হলো বন অঙ্গের প্রভায়।
ঘোড়া চড়া যোড়া পরা, হাতে অশ্বরাস ধরা,
নিশার সময় যুবা চলেছে কোথায় ?
ওই যা তামসে আসি ঢাকিল তাঁহায় !!

গগনে নিবিড় মেঘ দিল দরশন।
ঘুট্ ঘুট্ অন্ধকার, দৃষ্টি আর চলা ভার,
হইতেছে কড়্ কড়্ বারিদ গর্জ্জন।
বিপাকে পথিক বুঝি হারায় জীবন ॥

চক্ মক্ চক্ মক্ বিদ্যুত্ ঝলকে।
ওই সঙ্গে এলো ঝড়্, শিল পড়ে তড়্ তড়্,
ঝম্ ঝম্ জলে ধরা ভাসিল পলকে।
এমন বিপদে বনে বাঁচিবে বল কে ?

বর্ষিল মুষলধারে প্রায় দ্বিপ্রহর।
থেমে গেল বৃষ্টি ঝড়্, কোথা শব্দ কড়্ কড়্,
ওই যে নির্ম্মলভাব ধরেছে অম্বর।
কেও তরুমূলে শুয়ে হইয়ে কাতর ?

যাইনা নিকটে গিয়া করি দরশন।
আহা কিবা দেখিলাম, একেবারে মোহিলাম,
ভুলে গেল মন হেরে ও চারু-বদন।
কেনরে ধরায় পড়ে ভুবনমোহন?

নাসার তুলনা বাঁশি কখনই নয়।
কঠিন সে কাষ্ঠ বাঁশি দেখিলেই পায় হাসি,
সেকি উপমান যার ছিদ্র অঙ্গময়।
বাদ্যছলে রোদনেতে রত তাই রয়॥

কার সহ দিই বল আঁখির তুলনা?
বুঝি রূপ-সিন্ধুজলে, খেলে মীন কুতূহলে,
কিম্বা মীনকেতু কেতু হয় বিবেচনা।
অথবা কি বিধাতার কৌশল রচনা॥

মুদিত নয়ন দুটী গভীর নিদ্রায়।
কে ইনি বিজন বনে, চিনি যেন করি মনে,
ইতিপূর্ব্বে অশ্ব-পৃষ্ঠে দেখেছি ইহাঁয়।
তিনিই তো বটে এই পড়িয়া ধূলায়॥

ওই যে কটিতে বাঁধা পাঁচ হাতিয়ার।
একিরে নির্ভীকান্তর, যেন আপনার ঘর,

সুখে নিদ্রা যান বুকে ধরি তরবার।
কিন্তু নিকটেতে নাই অশ্বটী তাঁহার॥

এমন সময় শুনি কল কল ধ্বনি।
ছুটে বেগে পশুগণ, ত্যজিয়া গহন বন,
নিদ্রা ত্যজি বীরবর উঠেন তখনি।
হইল চকিত তাঁর মানস অমনি।

প্রাচীদিকে নেত্র তাঁর হইল পতন।
আসিতেছে অস্ত্রধারী, অস্ত্র হাতে সারি সারি,
ধবল-বরণ সব মূরতি ভীষণ।
সাক্ষাৎ শমন প্রায় এক এক জন॥

মশাল জ্বলিছে দেখ সকলেরি হাতে।
মাঝে ওই কি সুন্দর, অশ্বপৃষ্ঠে করি ভর,
হীরক মুকুট ঝলসিছে যাঁর মাথে।
উজ্জ্বল হইল বন বীরের প্রভাতে॥

সকলেরি রক্ত লিপ্ত কৃপাণ ভীষণ।
প্রধান একথা বলে, আমাদের ভুজবলে,
থাকিবেনা নিরাপদে আর্য্য জাতিগণ।
তবে মম "ভয়বীর" নাম অকারণ॥

হইল যুবার দুটী আঁখি ছল ছল।
দহিল চিন্তায় মন, শ্বাস পড়ে ঘন ঘন,
মলিন হইল দুঃখে বদনকমল।
কিন্তু অন্তরের ক্রোধ রহিল প্রবল॥

তখনই বীরমদে মত্ত হলো মন।
দুই আঁখি হলো লাল, ঝঙ্কারিল করবাল,
দশনে দশনে ক্রোধে করেন ঘর্ষণ।
বলেন ঘৃণিত প্রাণে কিবা প্রয়োজন?

সেই শব্দে সেনাগণ চমকি চাহিল।
বলে ভয়বীরবর, ওই সেই ধর ধর,
ছুটে সেনাগণ সব ধরিতে আসিল।
ক্রোধেতে যুবক অসি হানিতে লাগিল

বলেন সমরে ভয় করি কি কখন?
এই তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে, পশিলাম এ সমরে,
দেখি কেমনেতে বাঁচে তোদের জীবন?
সহজে কি দাসত্বেতে হইব বন্ধন?

ভ্রাম্যমাণ হস্তে অসি মণ্ডল আকার।
কাটেন কাহারো শির, কোন বীর দুই চির,

একিরে এমন শিক্ষা দেখি নাই আর ?
বিপক্ষের দলে শব্দ হয় হাহাকার !!

করিছেন বীরবর ভয়ানক রণ।
ঘন চলে তরবার, ঝক্ ঝকে আভা তার,
বলেন হরিব সব বিপক্ষ জীবন।
সহজে কি অরিহস্তে হইব পতন ?

সহস্র সহস্র বীর গেল যমালয়।
"যথা সপ্তরথীগণে, যুঝে অভিমন্যুসনে"
একা বীর সবারে করেন পরাজয়।
দ্বিতীয় এ অভিমন্যু অনুভব হয়॥

অসংখ্য বিপক্ষপক্ষ কুমারে ঘেরিল।
এ দুঃখ কহিব কারে, একা বীর সব মারে,
বলিয়া সকল সৈন্য রুষিয়া উঠিল।
হান হান করে সবে অসি প্রহারিল॥

তথাপিও মহাবীর ন্যূন নহে বলে।
অসি ঘোরে ঘন করে, যথা সমীরণ ভরে,
অগণন মহীরুহ পড়ে ধরাতলে।
সেই মত অস্ত্রাঘাতে পড়িছে সকলে॥

বলিছেন " আমি জ্যেষ্ঠ হই একতার।
" সাহস " আমার নাম, না রবে বিদেশী নাম,
এ ভারত হতে লোপ হইবে এবার।
হয়েছিস্ " স্বাধীনতা ,, ভগিনী আমার ?

কি বলিব অগ্রে যদি আমি জানিতাম্।
তা হলে কি বাসস্থান, সহজে পেতিস্ দান,
কীট সম দুষ্টগণে প্রাণে বধিতাম্
অদ্য মম পূর্ণ হলো পূর্ব্ব মনস্কাম॥

ওহো কিরে দ্রুত অসি ঘুরিল আবার ?
কটাকট্ কাটে মুণ্ড, রাশি রাশি হস্তিশুণ্ড,—
পড়িতেছে, মেঘ হতে যেন পড়ে ধার।
গেলরে সকল সৈন্য রক্ষা নাহি আর॥

হেনকালে "ভয়বীর" ক্রোধে তুলি অসি।
হানিলেন অসিপরি , অসি ছিন্ন ভাব ধরি,
হস্ত হতে ধরাতলে পড়িলেক খসি।
বিমান হইতে যেন ভূমে পড়ে শশী॥

অন্য বীরে চর্ম্ম তাঁর করিল ছেদন।
শূন্য হলো দুই কর, দ্রুত আসি বীরেশ্বর,

সাপটিয়া কুমারেরে করিল ধারণ ॥
তখনি ধরিল আসি আরো কতজন ॥

যুবার অঙ্গেতে রক্ত ঝরে ঝর্ ঝর্ ।
ঘোর শস্ত্রাঘাতে হায়, অবশ হয়েছে কায়,
তথাপিও ক্রোধে কাঁপিছেন থর্ থর্ ।
ব্যালগ্রাহী * করবদ্ধ যথা অজগর !!

বিপক্ষ পক্ষেতে হলো জয় জয় ধ্বনি ।
সকলেই হেসে কয়, এ বীর সামান্য নয়,
কিন্তু জালে পড়িয়াছে কেশরী আপনি
হেনকালে অস্তগত হইল রজনী ॥

কোথায় সে প্রকৃতির তিমির-বরণ ?
ওই পূর্ব্বা নারীগলে, সূর্য্যকান্ত-মণি জ্বলে,
কিম্বা কাল-নির্ণেজক † কাচিয়া বসন ।
নির্ম্মল করিয়া করে ধরাকে অর্পণ ॥

বিকট কটক সব হেসে হেসে বলে ।
"এ সাহস বীরবর," করিয়াছে যে সমর,

---

* সাপুড়িয়া। † রজক।

উচিত ইহারে বাঁধা দাস্বত্ব শৃঙ্খলে।
সসৈন্যেতে "ভয়বীর" নিজ দেশে চলে॥

ঝরিতেছে শোকবারি কল্পনা নয়নে।
মিশ্রিত করুণস্বরে, সুখনাশ শব্দ করে,
সুধা আশে উঠে বিষ সমমুদ্র মন্থনে।
পড়িয়াছে জালে সিংহ সহায় বিহনে!!

ইতি নবম দর্শন

দশম দর্শন।

দীপ নির্ব্বাণ !!

নিদাঘ সময় সন্ধ্যা-সমীরণ।
বহিছে, কাঁপায়ে কিশলয়গণ॥
বিহঙ্গম সব, করে কলরব,
বুঝি কাঁদিতেছে দিগঙ্গনাগণ॥

নিশা আগমনে বিষাদে তপন।
অস্তগিরি পরে করিল গমন।
কৌমুদীবসনা, যামিনী ললনা,
অবনীতে আসি দিল দরশন॥

ঝপ্ ঝপ্ তীরে তরঙ্গের রব।
বোধ হয় যেন খাইয়া আসব॥
ভারতে নাশিতে, হাসিতে হাসিতে,
রুকে তাল ঠোকে অরি-মল্ল সব॥

বীরদাপে ভয়ে হইয়ে মগন।
করে স্রোতস্বতী দক্ষিণে গমন।
ওতো ভাঁটা নয়, অনুভব হয়,
ভারতশোণিত শোষে শত্রুগণ॥

বিপক্ষের দর্প করি দরশন।
ব্যাকুলিত ভাবে ধীর সমীরণ।
সন্ সন্ স্বরে, হাহাকার করে,
আর্য্যজাতি ভাবি করিয়া স্মরণ॥

ভারতের যত ভীরু জীবগণ।
বিশ্রাম-আশয়ে করিল শয়ন॥
নিদ্রা-নিশাচরী, মোহমন্ত্র স্মরি,
সংজ্ঞা-মহামণি করিল হরণ॥

কাঁপিল হৃদয় কাঁপিল কানন।
নদ নদী আর গিরি উপবন।
উঠিতেছে স্বর, ভেদিয়া অম্বর,
প্রাণ যায় রাখ আর্য্য-বীরগণ॥

স্বভাব নীরব অচল পবন।
আর্য্যজাতি মোহ-ঘুমে অচেতন।
প্রকৃতি-সুন্দরী, ভাবি শঙ্কা স্মরি,
পরিলেন দুঃখে মলিন বসন!!

শুনি আহা সেই স্বকরুণ স্বর।
শ্বাপদসমূহ শোকেতে কাতর।

খাড়া করি কাণ, চিত্রের নির্ম্মাণ,
নদীতীরে দাঁড়াইল থরে থর।

হেন কালে শুনি "কামান আওয়াজ"
শব্দ হয় জয় জয় মহারাজ।
হলো দরশন, লোহিত বরণ,
উড়িছে নিশান আসিছে জাহাজ ॥

তরঙ্গিত হলো তটিনীর জল।
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ কল কল কল।
জলযান পরে, খোলা অসি করে,
ধপ্ ধপ্ ধপ্ শোভিছে সকল ॥

আয় আয় ঘুম ঘুম পাড়াইয়া।
হিন্দুজাতিগণে মায়াতে ছলিয়া।
হরিল সকল, যা ছিল সম্বল,
নে যায় স্বদেশে জাহাজে তুলিয়া ॥

একিরে একিরে হলো অকস্মাৎ।
বিনামেঘে হিন্দুশিরে বজ্রাঘাত ॥
কেনরে এখন, কেঁদে ওঠে মন,
জীবগণ নেত্রে হয় ধারাপাত !!

ওই বরারোহা জাহাজ পরেতে।
মলিন বদনে করুণ স্বরেতে ॥
করেন রোদন, বলে কে এমন,
রাখিবে আমারে বিপক্ষ-করেতে ?

আয় রে "একতা" বীর অবতার।
কিরূপ দুর্দ্দশা দেখনা আমার ॥
তোদের জননী, বড় অভাগিনী,
না পারি ত্যজিতে মায়া সবাকার ॥

উঠিল উথলি তটিনীর জল।
অকস্মাৎ ধরা করে টলমল।
ঘোরতর স্বরে, ধরণী বিদরে,
ভারতবাসীরা হইল চঞ্চল ॥

বর্ম্মে দেহ ঢাকা লোহিত লোচন।
নাসিকায় বহে নিশ্বাস পবন ॥
দন্তের ঘর্ষণ, মেঘের গর্জ্জন,
উঠে নীর হতে সাক্ষাৎ শমন !!

করিল সঘনে ক্রোধেতে চীৎকার।
ভারতবাসীরা জাগো একবার ॥

হলোরে এবার, সব ছারখার,
ভারতের আর নাহিক নিস্তার ॥

ওরে মূঢ় ভারতীয় ভ্রাতৃগণ !
এখন তোদের মুদিত নয়ন।
ধিক্‌রে জীবনে, বিপদ ঘটনে,
ক্রোধে উত্তেজিত হয় না কি মন ?

জলধির জল রুষিয়া উঠিল।
জাহাজেতে তাল ঠুকিতে লাগিল।
বীচি মালা ভেদি, বারি হৃদি ছেদি,
বেগে জলযান চলিতে লাগিল ॥

বিষাদে অধর করিয়া দংশন।
পুনঃ কহে বীর করিয়া গর্জ্জন ॥
ওরে ভীরু জীব, স্বদেশে অশিব,
ঘটিতেছে নাহি কর দরশন ॥ ?

কমল কাননে করুণা প্রকাশি।
কমলবাসিনী হিন্দু দুঃখ নাশি ॥
ছিলেন হরষে, ছলনার বসে,
হতে হলো তাঁরে বিপক্ষদাসী ॥

না দেখি উপায় কাঁদি বীরবর।
করিয়া বাহির ব্যোমভেদি স্বর ॥
স্বদেশ রক্ষণে, ঘোর ক্রোধ মনে,
করেন আঘাত বিপক্ষ উপর ॥

ঘোর ধূমজালে ঢাকিল অম্বর।
উথলে সাগর ছুটে বনচর ॥
লোহিত বরণ, গোলা অগণন,
হাসি চুম্বিলেক বীরের অধর।

কোথা গেল সেই দেহ জ্যোতিষ্মান্?
কেন কেঁদে উঠে আমাদের প্রাণ।
রক্ষক বিহনে, অরি-সমীরণে,
ভারত-প্রদীপ হইল নির্ব্বাণ !!

ইতি দশম দর্শন।

একাদশ দর্শন।

চরণে শৃঙ্খল !!

আহা মরি নানাবিধ সুরসাল ফলে।
শাখা সহ অবনত মহীরুহগণ,
এমন উর্ব্বরা ভূমি দেখেনি নয়ন,
জান কি পাঠক ! একে কোন স্থান বলে ?

কি করে জানিবে তুমি অবগত নহ।
বিখ্যাত ভারতবর্ষ নামেতে কানন,
আর্য্যজাতি রক্ষা পায় ইহার কারণ,
এখানেতে কমলার বাস অহরহ॥

আমাদের ভাগ্যক্রমে সময় সাগরে।
গড়ায়ে পড়েছে সেই সুখের অয়ন,
আমারি এদেশে ছিল স্বাধীনতা ধন,
হরণ করেছে তাহা যবন তস্করে॥

বল দেখি আছ তুমি কি ভাবে পাঠক !
আহা সে সুখের দিন গিয়াছে কোথায়,
বেড়াইতে ইচ্ছাধীনে যথায় তথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খলে এবে চরণ আটক॥

তুমি বলে নয় যত আর্য্যজাতিগণ।
হইয়াছে বদ্ধ যবনের কারাগারে,
কেহ নাহি তাহাদের উদ্ধারিতে পারে,
আপনার দোষে তারা লয়েছে বন্ধন ॥

যখনি ধরিয়া টানে দাসত্ব-শৃঙ্খল।
তখনি করসহিত দেয় দরশন,
অহোরাত্র আজ্ঞা মোট করিয়া বহন,
তথাপি চাবুক খায় এমনি দুর্ব্বল ॥

ওই দেখ নরক সদৃশ কারাগারে।
চরণে শৃঙ্খল পরা এলোথেলো কেশ,
মলিন বদন খানি বিগলিত বেশ,
সিক্ত হইতেছে বক্ষস্থল অশ্রুধারে ॥

আহা মরি অন্ন বিনা অস্থি চর্ম্মসার।
চেনো কি ইহাঁরে ওহে হিন্দু ভ্রাতাগণ!
ভারত-জননী ইনি হয় কি স্মরণ?
হায় রে কি দশা দেখ হয়েছে মাতার ॥?

নিশ্বাস পড়িছে তার হৃদয় ভেদিয়া।
হায় হায় একি দশা হয়েছে ইঁহার,

দারুণ যাতনা সহি করি হাহাকার,
বলেন "কি ফল মম এ দেহ রাখিয়া

কোথা স্বাধীনতা সুতা রহিলে এখন
আর্য্যজাতি হৃদি-পদ্মভাব সরোবর,
তথায় তোমার বাস ছিল নিরন্তর,
অসি সহ পার্শ্বচর হিন্দু অগণন ॥

শান্তির কুসুমদলে কীট প্রবেশিয়া।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেক সুখরূপ দল,
বিষাদ পবন তাহে হইল প্রবল,
নাশিল বিপদরূপ বরষা আসিয়া ॥

ভারত-কাননে আমি শিশুগুলি লয়ে।
ভাবিতেছিলাম মন-বিষাদে বসিয়া,
সুখদা সুতারে যত্নে কোলেতে লইয়া,
আমাদের ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে ॥

সম্মুখেতে ছিল বসি একতা নন্দন।
মম চিন্তানলে বরষিতে শান্তি জল;
সাহস স্বরূপ কত বচন সরল
কহিল, করিতে সুস্থ আমার এ মন ॥

তখন ছিলাম আমি পাগলিনী মত।
বলিলাম ওরে বাপ একতা কুমার,
দহিতেছে চিন্তানলে হৃদয় আমার,
ভ্রাতৃগণে সমভাবে থেকোরে সতত ॥

হায়রে শুনিনু কিছু দিন পরে তার।
ভাবি শঙ্কা ক্রমে মম নিকট হয়েছে,
কারাগারে "স্বাধীনতা" বন্ধনে রয়েছে,
শোকজলে পূর্ণ হলো নয়ন আমার !!

এই চির-দুঃখিনীর প্রবল নন্দন।
"দুর্জ্জনদলন" নাম খ্যাত আর্য্যদেশ,
বিপক্ষ দুর্গেতে ক্রোধে করিয়া প্রবেশ,
ছলে বলে বিনাশিল অরি অগণন ॥

যন্ত্রণার তমো গৃহে বিপক্ষে রাখিয়া।
এনেছিল স্বাধীনতা-ভগিনী উদ্ধারি,
পুনঃ শত্রুগণ মায়া-বাগুরা বিস্তারি.
হরিল সুতারে মম সুতেরে নাশিয়া ॥

কেন রে জীবন নাহি হয় বহির্গত।
কি ফল বিফল এই শরীর ধারণে,

আহা পুত্রগণ মারা যায় অনশনে,
তাহাতে আদেশ ভার বহে অবিরত !!

যবনে সতত মারে শাসন চাবুক।
অত কষ্ট সহ্য করে ভীরু বলে তাই,
মরি মরি বাছাদের লইয়া বালাই,
এ দেখে আমার কেন ফাটেনাক বুক ॥

কোথা ভারতের "বল" ওরে বাছাধন ?
হিন্দু-আশা নদীতটে ছিলেরে বসিয়া,
"শঙ্কা" নামে নিশাচরী তথায় আসিয়া,
আহা গুণাকর তোমা করেছে হরণ !!

ভারত-জননী আমি বড় অভাগিনী।
যে সময়ে মায়াবিনী করিল হরণ,
বলেছি তখনি ডেকে ওরে যাদুধন,
সাবধান সাবধান ও যে কুহকিনী ॥

আহা নিশাচরী করি তোমারে হরণ।
করিয়াছে সর্ব্বনাশ মায়া বিস্তারিয়া,
বোধ হীন হিন্দুদের হৃদয়ে পশিয়া,
মরি সুখদারে মম করেছে নিধন !!

সুখদা নন্দিনি কোথা গেলে গো আমার
নিশাচরী ভয়ে এলে ভ্রাতার সদনে,
আহা আহা উভয়েতে পড়িলে বন্ধনে,
এ জনমে পুনঃ দেখা পাবনা কি আর ?

কোথা গেলে যাদুধন "একতা" কুমার ?
সজল নয়নে এসে বলিলে যখন,
জননি ! নন্দিনী তব কনিষ্ঠ নন্দন,
উভয়ে রাক্ষসী করে হয়েছে সংহার ॥

শুনিয়া দারুণ বাণী করি হাহাকার।
সুত, সুতা শোকে মম ঝরিল নয়ন,
আহারে আবার যাহা হইল ঘটন,
মনে হলে দেহে প্রাণ ধরা হয় ভার ॥

পরশ্রীকাতর নামে আসি নিশাচর।
ভাসাইয়া দুঃখিনীরে বিপদ পাথারে,
আহা আক্রমণ আসি করিল বাছারে,
হইল "একতা" সহ দারুণ সমর ॥

হায় এই দুঃখিনীর "একতা" নন্দন।
পরশ্রীকাতর রক্ষ হারায়ে সমরে,

আহা মরি বাছার বাঁধিয়া করে করে,
হরিয়া বক্ষের ধন করিল গমন ॥

শুনরে অবোধ যত ভীরু পুত্রগণ !
কেন করেছিলে দ্বন্দ্ব একতার সনে,
মধ্যম ভ্রাতারে ত্যাগ করিলি কেমনে,
চিরকাল জননীরে করালি রোদন ?

হায় হায় যত মনে পড়িছে আমার।
ততই হতেছে শোকে বিদীর্ণ হৃদয়,
কেন এই অভাগীর মরণ না হয়,
সহেনা সহেনা জ্বালা সহেনারে আর !!

কোথায় "সাহস" বীর দেরে দরশন ?
"ভয়" সেনাপতি তোরে লয়ে গেছে বলে,
জ্যেষ্ঠ সুত আয় যাদু ভাসি নেত্রজলে,
তোমা বিনা কষ্ট পায় তব ভ্রাতৃগণ !!

ভ্রমণ করিতে ছিলে আনন্দকাননে।
মনসুখে অশ্বোপরে করি আরোহণ,
হেন কালে কাল-বর্ষা দিল দরশন,
দ্বন্দ্ব ঝড়ে তোমারে রাখিল অচেতনে ॥

সসৈন্যে তথায় আসি ভয় বীরবর।
একাকী পাইয়া তোমা করে আক্রমণ,
করিলে তুমুল যুদ্ধ পাইয়া চেতন,
পাঠাইলে কত জনে শমননগর ॥

বিবাদ পবনে আর কাল বরষায়।
তোমার সবল দেহ ছিলরে দুর্ব্বল,
ঘেরিল অসংখ্য তাহে বিপক্ষের দল,
তাই পরাজয় হায় করেছে তোমায় !!

এমন সময় শব্দ করি হাহাকার।
দ্রুতপদে এলেন কল্পনা সহচরী,
বলেন কি কর ওমা ভারত-সুন্দরি,
ভীষণ অশনি শিরে পড়েছে তোমার !!

"বাণিজ্য" নামেতে সেই যবন নন্দন।
বিকট "একতা" দাস ছিল তার সনে,
লভ্য রূপ জলযান আনিয়া গোপনে,
ওমা এদেশের লক্ষ্মী করিল হরণ !!

অরি করে কমলারে করিতে রক্ষণ।
"ভারতমঙ্গল" নামে যেই বীরবর,

নীর হতে উঠি ঘোর করেন সমর,
ভারতীয় ভ্রাতৃগণে করিয়া ভৎর্সন ॥

আহা তাঁর আর্ত্তরবে ভেদিল পাষাণ।
বনচর জলচর উঠিল কাঁদিয়া,
প্রবল বিপক্ষ-গোলা বর্ষিত হইয়া,
আর্য্য-গৃহ-দীপ-শিখা হইল নির্ব্বাণ !!

এই কথা শুনি দেবী কল্পনাবদনে।
বলেন "কি নাই ওমা ভারতমঙ্গল,
প্রাণ যায় কে ভেদিল মম বক্ষস্থল,
আর দেখা হবেনা মা কমলার সনে ?"

বলিত বলিতে মাতা পড়েন ঢলিয়া।
মুদিত নয়নতারা রহিত চেতন,
পাশেতে কল্পনা দেবী করেন রোদন,
অনুতাপে তনু তাঁর যাইছে দহিয়া ॥

উঠরে উঠরে যত ভারত সন্তান।
কত কাল রবে আর মুদিত নয়ন,
হৃদি হতে হিংসা দ্বন্দ্ব দেহ বিসর্জ্জন,
লহ লহ হাতে লহ একতা-কৃপাণ ॥

নিবারিতে জননীর নয়ন আসার।
ভারত কুশলপ্রদ হৃদয়ের ধন,
বাণিজ্য ভ্রাতাকে সবে করহ বরণ,
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখি কিছু আর?

কোথায় ম্লেচ্ছের বাস হয় কি স্মরণ?
কেবল বাণিজ্য দেবে করিয়া সেবন,
কত দূর করিয়াছে শ্রীবৃদ্ধি সাধন,
দেখ রে ভারতবাসী বিকাশি নয়ন॥

যথা সদাগতি করে সর্ব্বত্র গমন।
সেই রূপ যবনেরা উন্নতি সাধনে,
রোপিয়া উদ্দেশ্য বীজ হৃদয় কাননে,
নানা দেশে অর্থ হেতু করিছে ভ্রমণ॥

আসিল ভারতে দেখ কেমন কৌশলে?
কেবল বাণিজ্য দেবে করিয়া সহায়,
রেখেছে অতুল কীর্ত্তি জনমি ধরায়,
শুদ্ধ মাত্র বিদ্যারূপ মহামণি বলে॥

রোমের আদিম দশা কররে স্মরণ।
ছিল সে সামান্য ভাবে কে চিনিত তারে,

আধুনিক "গউড়ের" দশা সহকারে,
তুলনা তাহার হায় হইত তখন ॥

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হেতু রোমবাসিগণে।
ভাসাইয়া নানা দেশে বাণিজ্যের তরি,
যশের মুকুট মাতৃভূমি শিরোপরি—
স্থাপিবারে, যত্ন করে ছিল প্রাণপণে ॥

সময়েতে কৃতকার্য্য হয়েছে এখন।
ওই রোমে কীর্ত্তিকেতু কর দরশন,—
উড়িতেছে, ধরাতে যাহার অতুলন,
পলক বিহীন হয় হেরিলে নয়ন ॥

শুনেছ "চীনের" নাম ভারতীয়গণ?
অদ্ভুত ক্ষমতা ধরে পুত্রগণ যার,
এখনো করেনি যারা দাসত্ব স্বীকার,
কেবল বাণিজ্য তার প্রধান কারণ ॥

যে যে দেশ শ্রেষ্ঠ করিতেছ দরশন।
রুষিয়া, প্রুসিয়া, চীন, রোম মনোহর,
শোভিছে ইংলণ্ড ওই নেত্র সুখকর,
বাণিজ্যই সকলের প্রধান কারণ ॥

ধিক্ ধিক্ আমাদের মানব জীবনে।
ভারত-মাতার দশা হেরিনা নয়নে,
চির কাল রব মোরা দাসত্ব-বন্ধনে,
তাহা ভাল, নাহি যাব বিদেশ ভ্রমণে ॥

আলস্য কৃপণভাব যত্নে পরিহরি।
স্বদেশে বিজ্ঞান বিদ্যা কররে প্রচার,
হয়োনাক বশবর্ত্তী গুণি-জুগুপ্সার,*
উঠাও ভারত নদে বিদ্যার লহরি ॥

হিংসা নিশাচর ত্বরা দেহ তাড়াইয়া।
কি চাসা কি কুলবালা সবাকার মন,
বিদ্যায় বিমল জ্যোতি করুক ধারণ,
নাহি যায় যেন বৃথা সময় বহিয়া ॥

রাখ গুণবান মান দেহ পুরস্কার।
তা হলে উৎসাহ মনে হইবে সবার,
ভারতে বিবিধ বিদ্যা হইবে প্রচার,
সুখ-সূর্য্য সমুদিত হবে পুনর্ব্বার ॥

---

* নিন্দার।

কররে ভারতবাসী বাণিজ্য সম্বল।
উদ্ধারিতে কমলারে যত্ন কর সবে,
যত দিন জাতিভেদ আর্য্যদেশে রবে,
তত দিন পদে রবে দাসত্ব-শৃঙ্খল !!

গাওরে যতনে গীত ভারত-মঙ্গল।
স্বদেশ শ্রীবৃদ্ধি হেতু কর প্রাণপণ,
এখন কি তোমাদের হয়নি চেতন,
ওই দেখ পদে শোভে দাসত্ব-শৃঙ্খল ॥

হইয়াছে সকলের শরীর দুর্ব্বল।
অনুভাবে বোধ হয় হিংসার পীড়নে,
করিয়াছ দ্বন্দ্ব সবে একতার সনে,
তাই পদে শোভে ওই দাসত্ব-শৃঙ্খল !!

বিদেশ গমনে সবে কি হেতু বিকল।
সাহস ভ্রাতাকে যত্নে কররে বরণ,
কতকাল রবে আর পশুর মতন,
ওই দেখ পদে শোভে দাসত্ব-শৃঙ্খল !!

ইতি একাদশ দর্শন।

দ্বাদশ দর্শন।

প্রতিধ্বনি।

বিমান আসনে কেও আসীনা সুন্দরীরে,
রূপের প্রভায়।
করিতেছে তম দূর, উঠিছে মধুর সুর,
রূপসীর অধরেতে মোহন বীণায়।
আমরি সুন্দরী ও কি রাগিণী বাজায়?

থেমনা থেমনা শুভে বাজাও আবার গো,
কোমল অধরে।
ললিতে আলাপ করি, করেতে বাঁশরি ধরি,
ধ্বনিত করহ তুমি হিন্দুর অন্তরে।
কাননে, নগরে আর পর্ব্বত গহ্বরে॥

উঠিল চপলা বালা ত্যজিয়া আসন রে,
দ্রুতবেগে ধায়।
কখন আকাশে উঠে, কভু ধরাপরে ছুটে,

অসুরনাশিনী যেন রণমাঝে হায়!
উলঙ্গিনী অসি করে নাচিয়া বেড়ায়॥

ওই যে করুণ স্বরে করিছেন গানরে,
ভারত-জননি!
কেন কর হাহাকার, না পাবে সে দিন আর,
শোভিবে না তব ভালে সুখদিনমণি।
চিরকাল রোদনেতে ভিজাবে অবনী!!

এখন তোমার দেবি! এই প্রার্থনার গো,
যেন ধরাময়।
শেষের সে দিন আসি, সমস্ত ফেলুক্ নাশি,
নগর, ভূধর, হয়ে যাক্ জলময়।
কালের করেতে সব জীব হোক্ লয়॥

কীলাল গর্ভেতে দেবি হউক তোমার গো,
আবাসের স্থান।
নাহি দেখি কোন প্রাণী, শোক, দুঃখ নাহি জানি
শান্তিই পরম সুখ হবে অনুমান।
জগদীশ গানে তব মগ্ন হবে প্রাণ॥

এত বলি নীরবিলা ভুবন মোহিনীরে,
ঝরিল নয়ন !
কর চ্যুত হলো বীণা, অবলা শোকেতে ক্ষীণা
অসিত হইল আহা হসিত বদন।—
সিক্ত হলো নেত্রনীরে হৃদয়-বসন !!

ইতি দ্বাদশ দর্শন।



ত্রয়োদশ দর্শন।

বিদায়।

ভো বিভো ! এ দাস আজি করি কৃতাঞ্জলি,
নমিয়া উদ্দেশে চাহিতেছে অবসর।
মরু, তরু, ষড়ঋতু যা দেখি সকলি,
প্রকাশে মহিমা তব ওহে সৃষ্টিকর॥

কোথা হে হিরণ্যগর্ভ পতিতপাবন,
নামিলাম তব বলে এভব আসরে।
কবিতার শশী করে করিয়া গ্রহণ,
বামন হইয়া দিনু পাঠকের করে॥

করেছ ভারতচন্দ্রে যেই রুচি দান,
কিন্তু দেব সেই রুচি নাহিক আমার।
নাহি চাহি হতে আমি তাঁহার সমান,
অন্য রুচি দেহ মোরে ওহে বিশ্বাধার !!

সঙ্কীর্ণ হৃদয় মম সঙ্কীর্ণ মানস,
নাহি চাহি "বটতলা" কবির আসন।

তাহাদের প্রধান সম্বল আদিরস,
সে রস রসনা করিবে না আস্বাদন॥

ওহে মনোময় মনে কত ভাব ধর,
নীরস বিশাল পত্রহীন তরুগণে।
মহিমায় ফল ফুলে অবনত কর,
কি অসাধ্য ভবারাধ্য তব ত্রিভুবনে?

এই দেবি! নিরমিলে দাসত্ব-শৃঙ্খল,
উপলক্ষ মাত্র তুমি করিয়া আমায়।
বলিতে পারিনা কার্য্য হবে কি সফল,
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি তোমার কৃপায়॥

ইতি ত্রয়োদশ দর্শন।

সম্পূর্ণ।

দাসত্বশৃঙ্খলের ত্রয়োদশ দর্শন পর্য্যন্ত করিলাম। ইহাতে উত্তম কল্পনা শক্তি ও কবিত্ব শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; যদিও ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তসহ তথাপি ইহা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। ইহা ** মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তক করিয়া দিলে বালক বালিকাগণের পক্ষে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা ইতি।

৭ই পৌষ ১২৮০।
পুরাণ প্রকাশ যন্ত্র
মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ৭৯। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

দাসত্বশৃঙ্খল কাব্য খানির আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নিরতিশয় পুলকিত হইলাম, ইহা ১ম হইতে ১৩শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এই কাব্য খানি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম ইহা কোন গ্রন্থ হইতে সংকলিত বা সংগৃহীত নহে গ্রন্থকারের স্বকপোল কল্পিত এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের এক খানি উপযোগী পাঠ্য পুস্তক হইল।

ইত্যলং ১৩ই মাঘ
খড়দহ। শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ বসু।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।